অস্পৃশ্যকে স্পর্শদান

মার্ক ১:৪০-৪৫

ধরুন, আপনি একজন মা; আর আপনার চার-বছরের ছেলে বর্ষার মাঠে কাদা মেখে ফুটবল খেলে কাঁচে হাত-পা কেটে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে দু-হাত বাড়িয়ে আপনার সাহায্য কামনা করছে, আপনি কী করবেন? আপনি কি তাঁকে দেখে এমন কথা বলবেন, *"তুমি এখন নোংরা, আগে পরিষ্কার হও, তারপর আমার কাছে এস?"* আপনার চার-বছরের ছেলে ঐ অবস্থায় যখন আপনার কাছে আসে, সে বলতে চায়, *"মা, আমি অসহায়। আমি নিজেকে নিজে পরিষ্কার করতে পারি না, ক্ষতস্থানে ওষুধও লাগাতে পারি না। কেবল তুমিই পার আমাকে সাহায্য করতে। আমার প্রতি দয়া কর!"* আপনি কি তাঁকে অবহেলা করতে পারেন?

আজ আমরা বাইবেল থেকে যে অংশটি পাঠ করেছি, সেখানে ঠিক একই প্রকার আচরণ আমরা যীশুকে এক জন কুষ্ঠীর প্রতি করতে দেখি। আসুন, এর দ্বারা আমরা দুটি শিক্ষা গ্রহণ করি- (১) আমাদের চার পাশে যারা কঠিন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে আছে, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী, তা উপলব্ধি করি; এবং (২) যীশু যেমন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেছিলেন, ঠিক তেমনই তিনি আমাদের সুস্থ করতে চান, যদি আমরা সেই কুষ্ঠীর ন্যায় নম্রভাবে তাঁর কাছে আসি।

বাইবেলে কুষ্ঠ রোগের বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আজকের দিনে, আমাদের কাছে এই রোগ *Hansen's Disease* নামে পরিচিত। এই রোগের শুরু চোখের পাতায় বা হাতের পাতায়, ছোট্ট সাদা দাগের দ্বারা। পরে এই ছোট্ট সাদা দাগ শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মাথার চুল পর্যন্ত সাদা করে দেয়। শরীরকে সাদা আঁশে পূর্ণ করে, যেগুলো প্রচণ্ড চুলকায়। আবার অন্যদিকে, চামড়াকে ভেদ করে এই রোগ শরীরের স্নায়ুগুলিকে ধবংস করতে শুরু করে, ফলে রোগী প্রথমে আঙুল এবং পরে হাত-পা ও সমস্ত শরীরে অনুভূতি হারায়। সমস্ত অনুভূতি হারানোয় সে তাঁর আঙুল বা হাত ভেঙে ফেললেও, কেটে ফেললেও, বা সেখানে ঘা হলেও কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে মিশনারীর সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে রাতে ঘুমানোর সময় ইঁদুরে চুষে খেয়ে ফেলেছে অনেক কুষ্ঠীর আঙুল, যখন সে তার কিছুই জানে না। এইভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে, মানুষ আর মানুষের মত দেখতে লাগে না। আঙুল নেই, পায়ের পাতা নেই, চোখ অন্ধ। ফলে, কেউই তাদের কাছে আসতে চায় না। তারা নিজেরা পর্যন্ত নিজেদের ঘৃণা করতে শুরু করে। অবশ্য জেনে রাখা ভালো যে, কুষ্ঠরোগ কোন সংক্রামক রোগ নয়, এবং এখন এর চিকিৎসার ওষুধও আছে, মানুষ সুস্থও হয়।

কিন্তু পুরাতন বা নতুন নিয়মের সময় এর কোনও চিকিৎসা ছিল না। তাই, এই রোগের মারাত্মক যন্ত্রণা থেকে মানুষদের দূরে রাখতে পুরাতন নিয়মে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল (লেবীয় ১৩:৪৫, ৪৬)। যীশুর সময় শুচি ও অশুচির মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। কিন্তু সকল প্রকার অশুচিতার মধ্যে কুষ্ঠরোগ ছিল সবথেকে বেশি অশুচি, তাই শুধু মন্দির নয়, লোকালয় বা সমাজের বাইরে তাদের থাকতে হত। কেউ যাতে ভুল করে তাদের কাছে না আসে, তার জন্য তাদের *"অশুচি, অশুচি"* বলে চিৎকার করতে হত। তাই, এদের প্রতি শিশু বা বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তিদের আচরণ আমাদের সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, সাধারণ জীবনযাপন থেকে সে বঞ্চিত হত। কিন্তু যীশুর দেখা পেয়ে এই কুষ্ঠরোগি কী করেছিল, তা দেখি।

ক। সে যীশুর কাছে এসেছিল (৪০ পদ)।

যদিও নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু বুকভরা আশা নিয়ে, সামাজিক নিয়ম ভেঙ্গে সে যীশুর কাছে আসে। যীশুও তাঁকে দেখে পালাননি বা ঘৃণা প্রকাশ করেননি, পরিবর্তে মায়ের চোখে, কাদা-রক্তমাখা ছেলের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। সে সুস্থতা কামনা করেনি কিন্তু শুচিতা কামনা করেছে, কারণ, শারীরিক অসুস্থতার থেকে সামাজিক অশুচিতা তার কাছে দূর্বিষহ ছিল। সে আর পাঁচ জনের মত বাঁচতে চেয়েছিল।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সে কাঁদতে কাঁদতে যীশুর পায়ে পড়ে। কারণ, (১) সে জানে যে, নিজেকে সুস্থ করার ক্ষমতা তার নেই, সে তার অসহায়তা জানে। আবার অন্যদিকে, (২) তাকে সুস্থ করার যীশুর ক্ষমতায় সে বিশ্বাস করে: ***"আপনি আমাকে শুচি করতে পারেন।"*** এবং (৩) ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সে আস্থাশীল: ***"যদি আপনার ইচ্ছা হয় . . . ।"*** সে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

খ। যীশু করুণাবিষ্ট হয়ে তাকে স্পর্শ করলেন (৪১ পদ)।

তার অনুরোধ যীশু রাখলেন। তাকে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ করলেন। কিন্তু শুধু সুস্থ করা নয়, আরও কয়েকটি বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই।

(১) যীশু তার প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন। এর অর্থ গভীর অনুভূতি। অর্থাৎ চারপাশের মানুষদের রোগ-যন্ত্রণা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করত। যখন ইহুদি ধর্মের অন্য নেতারা ধর্মপালনে ব্যস্ত ছিল, তখন যীশুর হৃদয় এদের জন্য কাঁদত (দয়ালু শমরীয়, ইব্রীয় ৪:১৫, ১৬)।

(২) যীশু তাকে স্পর্শ করলেন! পুরাতন নিয়মের শিক্ষানুসারে, প্রধান যাজক কেবল তখন তাকে স্পর্শ করতে পারত, যখন সে সুস্থ হত। যদিও যীশু তাকে দূর থেকে সুস্থ করতে পারতেন। কিন্তু এতদিন যে ব্যক্তি কোন মানুষের স্পর্শ পায়নি, তার কী প্রয়োজন ছিল, যীশু তা জানতেন। যীশু তাকে একাধারে সুস্থ ও শুচি করলেন।

গ। প্রয়োগ

(১) আমরাও যীশুর ন্যায় আমাদের চারপাশের (অশুচি?) মানুষদের প্রতি করুণা দেখাই— *AIDS* রোগী, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, উদ্বাস্তু . . .।

(২) কুষ্ঠরোগের ন্যায় যীশু আমাদের পাপকে শুচি করেন। যে পাপ আমাদের কুরে কুরে খায়, আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের অনন্ত ধ্বংস নিয়ে আসে। যার থেকে আমরা নিজেরা মুক্ত হতে পারি না, কেবল তিনিই সুস্থ করতে পারেন।